দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

এবার ঠিক সময়েই বই পাওয়া যাবে তবে তা হবে নিম্নমানের ও ভুলভ্রান্তিতে ভরা

মাসুদ কামাল

মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এবার যথা সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যায়ই পাওয়া যাবে। তবে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বে বইয়ের দাম ও মান নিয়ে। বিপুল সংখ্যক বই আগের বছরের ছাপানো বলে তাতে রয়ে যাবে প্রচুর ভুলভ্রান্তি। নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টে ছাপানো আগের বছরের সে সব বই ছাত্রছাত্রীদের কিনতেও হবে বেশি দামে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বইয়ের প্রয়োজন চার কোটির ওপরে। কিন্তু নতুন বই ছাপা হচ্ছে এবার দু' কোটি ৭৩ লাখের মতো। বোর্ড এবং গত বছরের মুদ্রক ও প্রকাশকদের

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

এবার ঠিক সময়েই (প্রথম পাতার পর)

হাতে প্রায় দেড় কোটির মতো বই রয়ে যাওয়াতেই এবার কম বই ছাপা হচ্ছে। পুরাতন সে সব বই বিক্রির সুবিধার্থে এবার বইয়ের দামও প্রতিযোগিতামূলক করা হয়নি, রাখা হয়েছে গত বছরের দামেই। অথচ একাধিক প্রকাশক জানিয়েছেন— 'কাগজের দাম কমে যাওয়ায় এবার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করা হলে বইয়ের দাম কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কম হতো। বাড়তি দামের কারণে এবার ছাত্রছাত্রীদের বই কেনা বাবদ অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অভিজ্ঞমহলের অভিমত। দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের এই বিপুল অপচয়ের জন্য দায়ী বোর্ডের কিছু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। তোঘলকি কায়দায় গত বছর প্রায় ৭০ লাখের মতো বই বোর্ড নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করে এবং আরও ৬৫ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেয়। বিপুল সে বইয়ের প্রায় সবটাই অবিক্রীত রয়ে যায় বলেই বোর্ড এবং প্রকাশকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে এবারের বইয়ের দাম গত বছরের হারেই রাখা হয়।

গত বছরের বোর্ডের হাতে রয়ে যাওয়া বইগুলোর বিক্রি নিশ্চিত করতেও বোর্ড গ্রহণ করেছে বিচিত্র এক পদ্ধতি। নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টে ছাপা সে সব বই প্রকাশকদের নিতে বাধ্য করা হয়েছে। নিয়ম করা হয়েছে প্রত্যেক প্রকাশক এবার যত টাকার নতুন বই প্রকাশের অনুমতি পেয়েছে তার প্রায় ২২ শতাংশ মূল্যের পুরনো বই নিতে হবে। প্রথমে এই বই বোর্ডের কাছ থেকে ৩০ নবেম্বরের মধ্যে নিতে বললেও পরে এর সময়সীমা বাড়িয়ে ২২ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এ দিকে প্রকাশকরা পুরনো বই বন্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ করেছে। তারা জানায় ৩৮ লাখ টাকার বই ছাপানোর অনুমতি পেয়ে কেউ পেয়েছে মাত্র ৫ লাখ টাকার পুরনো বই, অন্যদিকে ৮ লাখ টাকার নতুন বই প্রকাশের পাশাপাশি কাউকে গছিয়ে দেয়া হয়েছে ৩ লাখ টাকার পুরনো বই। সৌভাগ্যবান অনেকে আবার পুরনো বইয়ের ঝামেলা থেকে একেবারেই রেহাই পেয়েছেন। এ সবই হয়েছে বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার দাপটে। বিষয়টি বোর্ডের উৎপাদন কমিটির সাম্প্রতিক এক সভায় স্বীকার করা হলেও দায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

পুরনো বই যে কেবল দামেই বেশি হচ্ছে তা নয়, সেই সঙ্গে সেগুলো থাকছে অসংখ্য ভুলে ভরা। আগেই ছাপানো হয়েছিল বলে ভুলসমূহ পরবর্তীতে ধরা পড়লেও সংশোধনী দেয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ক্লাসের গণিত, সমাজ, ইতিহাস এসব বইয়ে ভুলের পরিমাণ বেশি বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিযোগ করেছেন।

তবে এবার বই যে যথাসময়েই বাজারে আসবে সে বিষয়ে প্রকাশক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সবাই একমত। ইতোমধ্যেই বাংলাবাজারে ৪০ শতাংশ কমিশনে পর্যন্ত পাঠ্য বই বিক্রি হচ্ছে। একজন প্রকাশক জানিয়েছেন, দাম কিছুটা বেশি হলেও কমিশনের হার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে লাভ কতটা হবে তা নিয়ে তারা শঙ্কিত। বোর্ডের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আঃ হক চৌধুরী বলেছেন, ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন বইয়ের প্রকাশনা শেষ হয়ে যাবে। বইয়ের বিপুল সরবরাহের কারণে ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিযোগিতামূলক দামে বই সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রকাশকদের একটি অংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, নতুন বই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হলেও বোর্ড যথাসময়ে তা বিক্রির অনুমতি হয়ত দেবে না, নানা টালবাহানায় দেরি করবে।